যুগান্তর

তারিখ ... 28 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

এম এ খালেক

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রয়োজন

জেনেও যদি শুধু আন্দাজের ওপর নির্ভর করে টিক দিয়ে যায়, তাহলেও তার পক্ষে ৩০ বা ৩৫ নম্বর পাওয়া কঠিন কিছু নয়। এছাড়া আশপাশের ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে শুনে আরও কিছু প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব।

টিক দেয়ার মাধ্যমে কখনোই ছাত্রছাত্রীর প্রকৃত মেধা যাচাই হয় না। দু'জন ছাত্র যদি কোনো প্রশ্নের উত্তরে টিক প্রদান করে, তাহলে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের কোনো ভিন্নতা হবে না। কিন্তু সেই দু'জন ছাত্রকেই যদি ১০ লাইন লিখতে দেয়া হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই একজন বেশি নম্বর এবং অন্যজন কম নম্বর পাবে। আগে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হতো। সেখানে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো। ৫টি বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২০ নম্বর) ৮০ নম্বর পাওয়াটা ছিল খুবই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এখন টিক দিয়ে খুব সহজেই একজন শিক্ষার্থী ৮০-৯০ নম্বর পেয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞানের বহর দেখলে শিউরে উঠতে হয়। উচ্চশিক্ষিত অনেকেই আছেন যারা সাধারণ বাংলায় একটি দরখাস্ত পর্যন্ত লিখতে পারেন না। কোচিংনির্ভর শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের শুধু পরীক্ষা পাসের উপযোগী করে তুলছে। কিন্তু কোনোভাবেই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছে না। ছাত্রছাত্রীরা শুধু পাস করার জন্য বইয়ের নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নই মুখস্থ করছে, তারা প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না। দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ নেই বললেই চলে। তারা বাণিজ্যিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্তে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

জাতীয় বাজেটে একক খাত হিসেবে শিক্ষা খাতের ওপর সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। প্রতি বছর এ ঈপ্সিত মাত্রায় উন্নয়ন আশা করতে পারে না। বিশ্বে এমন একটি দেশও দেখানো যাবে না যারা শিক্ষাকে অবজ্ঞা করে উন্নয়নের সিঁড়িতে পদার্পণ করতে পেরেছে। এমনকি গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষিত জাতি ছাড়া কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদও ব্যবহার করা যায় না। অর্থাৎ একটি দেশ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ হলেও শুধু উপযুক্ত শিক্ষিত জনবলের অভাবে সেই সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নাইজেরিয়ার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। নাইজেরিয়া এক সময় প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে খনিজসম্পদে পূর্ণ ছিল। কিন্তু দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে তারা সেই সম্পদের সুফল ভোগ করতে পারেনি। বিদেশে লুটেরারা তাদের সেই প্রাকৃতিক সম্পদ লুটে নিয়েছে। এককালে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ দেশ নাইজেরিয়া এখন দরিদ্র দেশ হিসেবে পরিচিত। শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ। যে বিনিয়োগ একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে। কোনো জাতি যদি এই মূল্যবান ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবহেলা করে, তাহলে সেই জাতিকে চরম মাশুল দিতে হয়। বাংলাদেশ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ রয়েছে। সব গণতান্ত্রিক সরকার আমলেই জাতীয় বাজেটে শিক্ষার ওপর দৃশ্যত সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু এ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হচ্ছে তা কি পর্যাপ্ত? এ ছাড়া বরাদ্দকৃত অর্থ কীভাবে ব্যয়িত হচ্ছে সেটাও বিবেচ্য বিষয় বটে। আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় তার বেশির ভাগই ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য। এছাড়া ভবন নির্মাণসহ নানা ধরনের অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজে এ অর্থের একটি অংশ ব্যয় করা হয়। কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য যে ব্যয় করা হয় তা শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিত মানুষের চেয়ে অনেকগুণ বেশি অর্থ আয় করতে পারে। শিক্ষা একজন ব্যক্তির সৃজনশীলতার পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি করে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে কার্যত কর্মবিমুখ করে তোলে। একজন মানুষ উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর কোনোভাবেই সাধারণ কাজে নিয়োজিত হতে চায় না। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি যদি সাধারণ মানের কাজে নিযুক্ত হন, তাহলে সেই কাজের মর্যাদা অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে। একজন অশিক্ষিত কৃষক কাঠের লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে যে ফসল ফলাতে পারবে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি কলের লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করলে তার চেয়ে অনেক বেশি ফসল ফলাতে পারবে। এছাড়া মানসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি কোনোভাবেই বেকার থাকতে পারেন না। তিনি কোনো না কোনোভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নেবেন। প্রয়োজনে আত্মকর্মসংস্থান করে হলেও নিজের বেকারত্ব নিরসন করবেন। শিক্ষার সঙ্গে একটি জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিষয়টি পুরোপুরিই যুক্ত। শিক্ষিত জাতির কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীলতা বেশি থাকে। সেই সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে তারা উন্নতি অর্জন করতে পারে। বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানের যেসব চমকপ্রদ আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করি, তার সবই শিক্ষিত মানুষের সৃষ্টি। কোনো অশিক্ষিত ব্যক্তি সাধারণত সৃজনশীলতা প্রদর্শন করতে পারে না। ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তবে সেই শিক্ষা হতে হবে উপযুক্ত মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী। টিক দেয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে; কিন্তু কোনোভাবেই মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় না।

এমএ খালেক : *অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক*